

■■ হাদীসের নামে জালিয়াতি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ বেলায়াত, আওলিয়া ও ইলম বিষয়ক রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আবুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

১৮. আব্দুল কাদির জীলানী (রাহ) বিষয়ক

মুসলিম উম্মার ইতিহাসের অবক্ষয়, বিচ্ছিন্নতা, অজ্ঞানতা ও বহির্শক্রের আক্রমনের যগের, হিজরী ৬৯ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম, ফকীহ ও সৃফী ছিলেন আবুল কাদির জীলানী। তিনি ৪৭১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯০ বৎসর বয়সে (৫৬১ হি/১১৬৬খৃ) ইন্তেকাল করেন। তিনি হাম্বলী মাযহাবের একজন বড় ফকীহ ছিলেন। এছাড়া তাসাউফের বড় সাধক ও ওয়ায়িয ছিলেন। তাঁর ওয়াযের প্রভাবে অগণিত মানুষ সে অন্ধকার যুগে আল্লাহর দীনের পথে ফিরে আসেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর অনেক কারামত প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁর ছাত্রগণ বা নিকটবর্তীগণ, যেমন যাহাবী, সাম'আনী ও অন্যান্যরা তাঁর বিশুদ্ধ জীবনী রচনা করেছেন। এছাড়া তিনি নিজে অনেক গ্রন্থ লিখে হাম্বলী মাযহাব অনুসারে মুসলিমগণের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনের শিক্ষা প্রদান করেন। যদিও তিনি তৎকালীন মাযহাবী কোন্দোলের প্রভাবে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ও তাঁকে অনুসারীদেরকে জাহান্নামী ফিরকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন[।], তবুও হানাফীগণ-সহ সকল মাযহাবের মানুষই তাঁকে ভক্তি করেন। পরবর্তী যুগে তাঁর নামে অগণিত আজগুবি ও মিথ্যা কথা কারামতের নামে বানানো হয়। এসকল কথা যেমন ভিত্তিহীন ও মিথ্যা, তেমনি তা ইসলামী ধ্যানধারণার পরিপন্থী। তবে এখানে আমাদের আলোচ্য হলো রাসূলুল্লাহ ্রি কেন্দ্রিক মিথ্যা কথা। আব্দুল কাদির জীলানীকে (রাহ) কেন্দ্র করে মিথ্যাবাদীদের বানোয়াট কথার একটি হলো, মি'রাজের রাত্রিতে নাকি রাসূলুল্লাহ 👑 আবুল কাদির জিলানীর কাঁধে পা রেখে আরশে উঠেছিলেন। কথাটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বানোয়াট জঘন্য মিথ্যা কথা। কোনো হাদীসের গ্রন্থেই এর অস্তিত্ব নেই। আর যে কথা রাসূলুল্লাহ ৠৄৄৢ বলেন নি, কোনো হাদীসের গ্রন্থে নেই বা সনদ নেই, সে সকল আজগুবি বানোয়াট কথা একজন মুমিন কিভাবে রাসূলুল্লাহ (ৠৄৄৄর্)-এর নামে বলতে পারেন সে কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। যেখানে সাহাবীগণ তাঁদের মুখস্থ ও জানা কথা সামান্য কমবেশি হওয়ার ভয়ে বলতে সাহস পেতেন না, সেখানে নির্বিচারে যা শুনছি তাই তাঁর নামে বলে কিভাবে কিয়ামতের দিন তাঁর সামনে মুখ দেখাব!

ফুটনোট

[1] আব্দুল কাদের জীলানী, গুনিয়াতুত তালিবীন, পৃ: ৬, ৭, ১৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৫৫, ২১১, ২২৭।

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4879

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন